নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

ভর্তি পরীক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় নানামুখী জটিলতা

রোবায়েত ফেরদৌস
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২২:৫৫

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ কয়েক মাস বন্ধ ছিল। তার পর স্বাধীন দেশে এই প্রথম করোনা ভাইরাসের কারণে এতদিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে বাধ্য হয়ে আমাদের ২০২০ সালের এইচএসসির সব শিক্ষার্থীকে অটোপাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৩ লাখ ৬৭ হাজার ৩৭৭ জন। তাদের মধ্য জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন। তা মোট পরীক্ষার্থীর ১১ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গতবার জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। তা মোট পরীক্ষার্থীর ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ। কিন্তু সবাই পাস করায় এখন সব শিক্ষার্থী ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। এ নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে। জটিলতা নিরসন করতে কিছু বিশ^বিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হবে বিভাগীয় শহরে। ইতোমধ্যে যেভাবে বিসিএস পরীক্ষা বিভাগীয় শহরে নেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবার ভর্তি পরীক্ষা এইচএসসির ফল যেটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, ওই ফল আসলে আমার মনে হয়- একটি ফল দিতে হয়। তাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ফল আর এসএসসি পরীক্ষার ফল ধরে এইচএসসি পরীক্ষার ফল দেওয়া হয়েছে। এ নম্বরটির গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব নেই এই কারণে যে, তারা পরীক্ষা না দিয়েই এক ধরনের অঙ্কের মধ্যে ফল অর্জন করেছে। আসলে তারা একটি পদ্ধতির নম্বর পেয়েছে। কাজেই যারা ভর্তি হতে চায় বুয়েট, মেডিক্যাল, পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ে, তাদের বলব- এইচএসসি সিলেবাস আরও গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। ভর্তি পরীক্ষার ওপর সবচেয়ে নম্বরটি বেশি থাকবে। তখন নির্ধারণ হবে কে কোথায় কোন সাবজেক্টে পড়বে। তাই সৃজনশীলতা যাচাই করার জন্যই তাদের নিজেদের সবার চেয়ে এগিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই আবারও নতুন করে এইচএসসির বইগুলো পড়তে হবে, পুরো বইটাই ভালোভাবে পড়তে হবে। যার যত বেশি পাঠ্যপুস্তকের ওপর দখল থাকবে, সে তত বেশি ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করবে। যারা ভালো করবে, তারা ভালো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবে।

এবার বিশ^বিদ্যালয়ের হল খোলা বিষয়ে আসি। যারা বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনে আছেন, তাদের বলব হলগুলো খুলে দিতে। হল না খোলায় অনেক ছাত্রছাত্রী মেস ভাড়া করে থাকছে। এতে তাদের খরচ বাড়ছে। যদিও বুয়েট, বিশ^বিদ্যালয় বা কলেজের হোস্টেলগুলো খোলা মনে হয় বড় চ্যালেঞ্জ- তবুও আমি বলব, হলে এক রুমে দশজন বা বিশজন এবং গণরুম বলে একটি রুমে গাদাগাদি করে থাকে। এখানে বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন সব হল না খুলে যেমন মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে বেরিয়ে যাবে, তাদের কিংবা অনার্স ফাইনাল ইয়ার, তাদের দিয়ে খুলতে শুরু করতে পারে। এটি আবার রাজনীতির ব্যাপার আছে। সরকারদলীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো আছে। দখলদারিত্বের মধ্যে থাকে। তাদের হয়তো প্রথম বর্ষ থেকে শুরু করে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত রাজনীতির কর্মকা- মিছিল-মিটিং থাকলে তারা তুলে দিতে পারে। আমরা তাদের নজরদারিটা বাড়ানো এবং বিভিন্ন হলে যারা প্রোভস্ট আছেন, হাউস টিচার আছেন- তারা তো কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব যেন থাকে। আমরা অতীতে দেখেছি, হলগুলোর কর্তৃপক্ষ নষ্ট হয়ে গেছে। কে চালায়- ছাত্ররাই হলগুলো চালায়। ছাত্রদের মধ্যে কারা চালায়, শাসক দলের যে সহযোগী সংগঠন- সে দলের প্রশাসনের লোকজন হলগুলো চালায়। বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রোভস্ট তাদের তেমন কোনো কাজ করার পরিবেশ থাকে না। বিশ^বিদ্যালয়, কলেজ ও সারাদেশে প্রশাসনের হলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ঠিক করতে পারে এবং স্বাস্থ্যবিধি যতটুকু মানা যায়, ততটুকু মানতে হবে। এটি খেয়াল রাখতে হবে, স্বার্থপরের মতো শিক্ষকরা শুধু ভ্যাকসিন নেবেন আর ছাত্রদের নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন না- তা তো হতে পারে না। তাই বলব, হলগুলোর ভেতর থেকে বা বাইরে বুথ স্থাপন করে ছাত্রছাত্রীদের ভ্যাকসিন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা আমাদের পাশের মেডিক্যালের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমেই এ ভ্যাকসিনের আওতায় আসতে পারবে। তারা কীভাবে মাস্ক পরতে পারে, ওই অভ্যাসটি তাদের করতে হবে এবং মাস্ক পরাটি বড় ব্যাপার। এতে মনে হয়, সামাজিক দূরত্ব মানা খুব বেশি বজায় রাখা সম্ভব হবে না। তাই বলব, অন্তত মাস্ক পরার অভ্যাসটি অবশ্যই করতে হবে।

সবাই যেহেতু পাস করেছে, সেহেতু সবাই ভর্তি হতে পারবে না। কারণ আমাদের আসন সংখ্যা ছয় লাখের মতো। বাকি যারা, তারা কোথায় ভর্তি হবে- এটি বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। একটি জিনিস মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা। সবাই এইচএসসি পাস করার পর অনার্স করবে, মাস্টার্স করবে- এ চিন্তাটিই মনে হয় আমার ভুল। আমার মনে হয় একটি বড় অংশ কারিগরির মাধ্যমে যেতে পারে কিনা। তাদের যে ভাষার দক্ষতা, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের ভেতর ঢুকতে পারে কিনা। বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টর আমাদের ভেতর একটি বড় সেক্টর। এ সেক্টরে অনেকে বিদেশি শ্রমিক এসে কাজ করেন। তারা একটি বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়ে হলেও এ সেক্টরে নিয়োগ করা যেতে পারে। তা হলে আমাদের কর্মসংস্থানও হলো, অর্থ দেশের বাইরে গেল না।

গার্মেন্টেও এক-দুই বছরের ডিপ্লোমা হতে পারে। পলিটেকনিকের মতো শিক্ষাব্যবস্থা যুক্ত হতে পারে এখানে। এ ধরনের জীবনের জন্য কর্মদক্ষতার ভেতর যুক্ত হতে হবে। জার্মানিতে আমরা দেখেছি, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ১২ বছর পড়ার পর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মার্সিডিজ কোনো কোম্পানি বা মোবাইল ফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। সবাই অনার্স-মাস্টার্স পাস করে না। বাংলাদেশের এই জায়গাগুলো থাকা দরকার। এইচএসসি পাস করার পর যে বুয়েট, মেডিক্যাল, বিশ^বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে- এ চিন্তাটিই ভুল। চাকরির উদ্যোগ- সেটি হতে পারে বা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণও হতে পারে, পশুপালন ও মৎস্য হতে পারে। এর অধীন দেখা দিতে পারে চার-পাঁচজন চাকরি করতে পারে। এ বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখা দরকার। কাজেই সবাই যেন বিশ^বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য চিন্তিত না হয়। এ জন্য এই বিএ, এমএ পাস করার পেছনে যেন না ছোটে- যেন কর্মক্ষম ও দক্ষ করে তোলার যে জায়গাটি আছে, সেখানে যুক্ত হওয়া দরকার এবং একটি বড় অংশ পাবলিক বিশ^বিদ্যালেয় পড়বে, প্রাইভেটে পড়বে। প্রাইভেটে অনেকে আসন সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করবে। আরেকটি বড় অংশ জাতীয় বিশ^বিদ্যালয়ে পড়বে। সেখানে অসংখ্য আসন রয়েছে। জাতীয় বিশ^বিদ্যালয়ে এমন কিছু সাবজেক্ট আছে- যে বিষয়গুলো বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। জীবনে কোনো কাজে আসে না। সেটিও আমাদের জন্য ভাবা দরকার। আসলে বাস্তবমুখী শিক্ষা এখন খুবই জরুরি।

আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করা দরকার, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন করা দরকার। যেমন- জার্মানিতে একজনের যত টাকা থাকুক, কেউ চাইলেও বিশ^বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট মেধা ও স্কোর এবং যারা উপযুক্ত একমাত্র, তারাই অনার্স ও মাস্টার্স পড়বে। আমাদের দেশে টাকা থাকলেই পাবলিক বিশ^বিদল্যায়ে চান্স না পেলেও প্রাইভেটে পড়বে- এ চিন্তাটিই ভুল। চাইলেই এ দুর্বল, কম মেধার মানুষকে মেডিক্যালে পড়ানো যাবে না, ডাক্তার বানানো

যাবে না, ইঞ্জিনিয়ার বানানো যাবে না। ডাক্তার বানালে রোগী মারা যাবে এবং ইঞ্জিনিয়ার বানালে ব্রিজ ভেঙে পড়বে। একটি পর্যায়ে তাকে থামাতে হবে। তোমার যতটুকু যোগ্যতা ও দক্ষতা আছে, ওই অনুযায়ী তোমাকে পেশাটা বেছে নিতে হবে। ব্যবসা করে বড়লোক হতে পারো- এতে কোনো সমস্যা নেই। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে দেশের বাইরে পাঠাতে পারে সরকার। বিদেশি ভাষা শিখিয়ে কাজের সঙ্গে যুক্ত করে পাঠাতে পারে। এ চিন্তাটি মনে হয় নতুন করে ভাবা উচিত। কর্মমুখী পেশার সঙ্গে আমাদের যুক্ত করা উচিত।

সবশেষে বলব, করোনার কারণে আমাদের শিক্ষার যে ক্ষতি হলো, এ জন্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক মিলিয়ে ওই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সবাইকে কাজের গতি বাড়াতে হবে। তবেই আমাদের শিক্ষার ক্ষতি থেকে কেটে উঠতে পারব।

রোবায়েত ফেরদৌস : অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy